আইডিয়া: খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা

বাস্তবায়নকারী : কাজী সাইফুদ্দিন, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক , জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নীলফামারী।

চিহ্নিত সেবার নাম : খাদ্য-শস্য লাইসেন্স গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও বাস্তবায়ন

চিহ্নিত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে **বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণ** :

ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স গ্রহণে অনাগ্রহ প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা, অফিস সহকারী কর্তৃক অসহযোগিত প্রদর্শন, কখনো কখনো ভূল তথ্য সরবরাহ, বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান না করা।

সমস্যার মূল কারণ:

লাইসেন্স গ্রহীতার অজ্ঞতা, সচেনতার অভাব, সিটিজেন চার্টার এবং তথ্য সহজলভ্য না হওয়া, অফিস সহকারী কর্তৃক নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন, যথাযথ তদারকির অভাব, লাইসেন্স ফি এর উপর ভ্যাট আরোপের বিধান থাকা, লাইসেন্স রিনিউ করার জন্য লাইসেন্সের মেয়াদ শেষে রিনিউ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের বিধান না রাখা এবং লাইসেন্সের শর্তসমূহ যুগপোযোগী না থাকা।

সমস্যাটির ভুক্তভোগী : সরকার, জনগণ এবং খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী।

সমস্যাটির পরিধি:

নীলফামারী জেলাধীন ডোমার উপজেলা। এ উপজেলার ৮০ জন মিলার ও খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীকে ফুড গ্রেইন লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা হবে। তবে সারাদেশেই এ ধরণের সমস্যা রয়েছে। উপকারভোগীদের শতকরা ৪০% প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কাঙ্খিত বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পতিত হন।

সমাধান : খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের ফুড গ্রেইন লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসা।

সমাধান প্রক্রিয়া (Flow Chart):

১) মিলার, খাদ্য-শস্যের (ধান, চাল, গম ও গমজাত দ্রব্য), ভোজ্যতেল (সয়াবিন ও পামওয়েল), চিনি ও ডাল), পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী এবং আড়তদারদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ তালিকা প্রনয়ন করে ল্যাপট/ কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা।
২) নিয়মাবলীসহ লাইসেন্স গ্রহণের আবেদন ফরমসহকারে লাইসেন্স গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ, মোবাইল ফোনে এসএমএস (খুদে বার্তা) প্রদান এবং কিছু দিন পর পর এসএমএস প্রদান করে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া।
৩) লাইসেন্স গ্রহণের নিয়মাবলী/লাইসেন্স সংক্রামন্ত এসআরও, ফিস জমা প্রদান করার কোড নম্বর এবং আবেদন ফরমের সফট কপি জেলা, উপজেলা ও পৌরসভার ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা।
৪) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপজেলা প্রশাসন, খাদ্যশস্য ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট সমিতির সহযোগিতা, মাইকিং, ডিজিটাল ব্যানার, ফেষ্টুন পুসিস্কা এবং বিভিন্ন ধারণের লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে লাইসেন্স গ্রহণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ব্যবসায়ীদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা চালানো।

৫) লাইসেন্সের দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করার পর তা সেবা গ্রহীতার কাছে ডাকযোগে/ বাহক মারফত পৌঁছানো নিশ্চিত করণ।
৬) খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ী কর্তৃক সরকারি বিভিন্ন সুযোগ গ্রহনকালে খাদ্য-শস্য লাইসেন্স প্রদান নিশ্চিতকরণ। যেমন : খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ী হিসেবে ব্যাংক ঋন গ্রহনকালে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সাথে খাদ্য-শস্য লাইসেন্সের ছায়ালিপি প্রদান নিশ্চিতকরণ।
৭) প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

প্রসেস ম্যাপ :

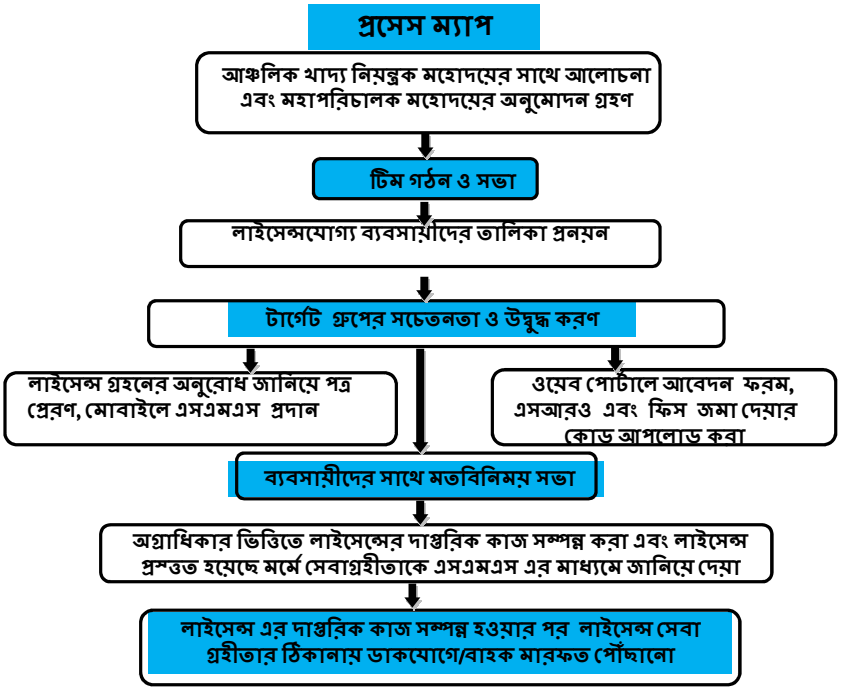

প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৩-৪ দিন	৮০০-১০০০ টাকা	৬-৮ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	০১ দিন	১০০-২৫০ টাকা	২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	সময় সাশ্রয় ২-৩ দিন	৭০-৭৫ % হ্রাস	৭০% হ্রাস

অন্যান্য সুবিধা: পূর্বের তুলনায় বর্তমান পদ্ধতিতে লাইসেন্স গ্রহণকালে মিলার ও খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ীদের দুর্ভোগ কমবে, ব্যবসায়ীরা লাইসেন্স গ্রহণে আগ্রহী হবে এবং খাদ্য বিভাগের ভাবমূর্তি উজ্জল হবে। এছাড়াও মিলার ও খাদ্য-শস্য ব্যবসায়ীদের সঠিক পরিসংখ্যান এবং খাদ্য-শস্যের সঠিক মজুদ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ফলে সরকারের পক্ষে খাদ্য-শস্যের উর্ধ্বগতিরোধ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখাসহ যে কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ হবে। পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। এর মধ্য দিয়ে জনগন ন্যায্যমূল্যে গুনগত মানের খাদ্য-শস্য ক্রয়ের সুফল ভোগ করতে সক্ষম হবেন।

বাস্তবায়নকারী টিম :

টিম লিডার	সদস্য-১	সদস্য-২	সদস্য-৩	সদস্য-৪	সদস্য-৫
কাজী সাইফুদ্দিন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, , নীলফামারী ০১৭১২৭১৩০২৪	১। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ডোমার।	২। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ডোমার এলএসডি।	৩। খাদ্য পরিদর্শক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ডোমার।	৪। সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়।	৫। ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল অপারেটর. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়।

মাইলস্টোন ও একটিভিটি ঃ বর্তমানে বাস্তবায়নের কোন অবস্থায়

সময়কাল ঃ ০৬ সেপ্টেম্বর/১৫-ফেব্রুয়ারী/১৬) মাস

আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম

মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে?	Time (মাস ভিত্তিক)					
			সেপ্টে/ ১৫	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু/১৬	ফেব্রু
অবহিতকরণ ও প্রস্তুতি	আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক মহোদয়ের সাথে আলোচনা ও মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণ	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক						
	জেলা প্রশাসক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জেলা ইনোভেশন অফিসার, উপজেলা প্রশাসন, চেম্বার অব কমার্স ও ব্যবসায়ী সমিতিকে অবহিতকরণ	ঐ						
গঠন	টিম গঠন	ঐ						
সভা	টিম সভা	ঐ						
লাইসেন্সযোগ্য ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রনয়ন	সরেজমিনে জরিপ, জরিপ থেকে প্রাপ্ত নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ তালিকা প্রনয়ন	খাদ্য পরিদর্শ ও উপ খাদ্য পরিদর্শক						

মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে?	Time (মাস ভিত্তিক)					
			সেপ্টে/ ১৫	অক্টো	নভে	ডিসে	জানু/১৬	ফেব্রু
টার্গেট গ্রুপের সচেতনতা ও উদ্বুদ্ধকরণ	লাইসেন্স গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ, মোবাইলে এসএমএস প্রদান, ওয়েব পোর্টালে লাইসেন্স গ্রহনের নিয়মকানুন, এসআরও , ফিস জমা প্রদানের কোড সম্বরসহ আবেদন ফরম আপলোড করা এবং ডিজিটাল ব্যানার, বিভিন্ন ধরনের ফেস্টুন, লিফলেট, পুসিস্কা, মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারনা চালানো।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক + টিম মেম্বার						
ব্যবসায়ীদের সাথে সভা	মিলার ও ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভা	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক + টিম মেম্বার						
লাইসেন্স করানো	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লাইসেন্সের দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করা এবং লাইসেন্স প্রস্তুত হয়েছে মর্মে এসএমএস (খুদে বার্তা) এর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাকে জানিয়ে দেওয়া	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক + টিম মেম্বার						
লাইসেন্স প্রেরণ	লাইসেন্সের দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করার পর তা সেবা গ্রহীতার কাছে ডাকযোগে/বাহক মারফত পৌছানো নিশ্চিত করন।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক + টিম মেম্বার						

ঝুকি (বড় কোন বাঁধা থাকলে):

ক) ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স গ্রহণে অস্বীকৃতি

খ) সেবাদাতা ও গ্রহীতাকে নতুন একটি পদ্ধতিতে অভিযোজিত করা।

গ) কর্মকর্তাদের বদলিজনিত কারণে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সমস্যা।